সমকাল

তারিখ 27 FEB 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ হচ্ছে ১১ প্রাইভেট ভার্সিটিতে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' যথাযথভাবে প্রতিপালন না করায় ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে সরকার। আইনের শর্তাবলি শতভাগ পূরণ না করায় এর আগে কয়েক দফা সময় দেওয়া হয়েছিল এসব প্রতিষ্ঠানকে। তারপরও তা পূরণ না করায় এবার হার্ডলাইনে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া আরও ৩২ বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের কাছে বার্ষিক হিসাব জমা না দেওয়াসহ নানা কারণে 'কারণ দর্শাও' (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হার্ডলাইনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এ সভা প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন সমকালকে বলেন, দেশের পুরনো ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু বাকি ৩২টির মধ্যে ১১টি ন্যূনতম কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে তাদের কাছ থেকে এ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, এই ১১টির মধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কোনোরকম উদ্যোগ নেয়নি। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য জমি কিনেছে, যদিও নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি বা স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেনি। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এসব কারণে তাদের শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন জানান, এই সিদ্ধান্ত অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাদের কোনো ক্ষতি বা সমস্যা হবে না। ভর্তি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই তারা শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারবে।

নতুন শিক্ষার্থী বন্ধ করা হবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে : ইউজিসির সুপারিশ অনুযায়ী, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (ইউডা), বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আশা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইবাইস ইউনিভার্সিটি এবং প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সভা সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া উত্তর সন্তোষজনক না হলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন করে শিক্ষার্থী বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ তালিকাভুক্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসিতে নতুন বিভাগ ও বিষয় খোলার অনুমতির জন্য আবেদন করলেও তা অগ্রাহ্য করা হবে। পাশাপাশি গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ বিতরণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আবেদন করলেও অনুমতি দেওয়া হবে না। এ ছাড়া বিদেশি অর্থায়ন বন্ধের নির্দেশসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধাও বন্ধ করে দেওয়া হবে।